

10-7-37

विज्ञान





জি, সি, উকীজের —

প্রথম অধ্য—

— বন্ধিমচন্দ্রের —



চিত্র পরিবেশক :—

প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড,  
কলিকাতা।

# ভাঙ্গা পরিচয়

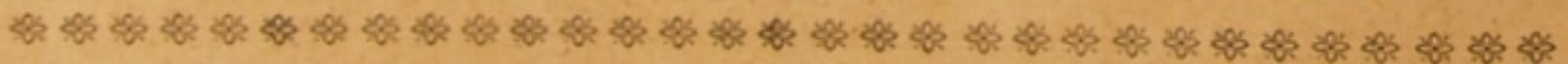
প্রযোজক—  
গোকুল শীল  
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—  
ভড়িৎ বসু এম, এ, বি, এল  
সঙ্গীত রচয়িতা—  
কৃষ্ণধন দে এম, এ  
চিত্রশিল্পী—  
যশোবন্ত ওয়াশীকর  
শব্দযন্ত্রী—  
সমর ঘোষ  
স্বরশিল্পী—  
রাম পাল  
রসায়নাগারাদক্ষ—  
বি, কর  
সহঃ পরিচালক ও দৃশ্য-পরিচালনা—  
বংশী আশ  
সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক—  
ভোলা আঢ্য  
সহঃ ব্যবস্থাপক—  
নরেন পাল  
স্থির-চিত্র-শিল্পী—  
মণি গুহ

# ভূমিকা লিপি

ইন্দিরা ... জ্যোৎস্না গুপ্তা  
সুভাষিনী ... শেফালিকা (পুতুল)  
রমণ ... অহীন্দ্র চৌধুরী  
উপেন ... বিনয় গোস্বামী  
উপেনের পিতা ... হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়  
উপেনের বন্ধু ... বেচু সিংহ  
হরমোহন ... কিশোরীলাল মুখার্জী  
ডাকাত সর্দার ... ললিত মিত্র  
ডাকাত ... ভূপেন দাসগুপ্ত (এঃ)  
কৃষ্ণদাস ... ফণী রায়  
কৃষ্ণদাসের স্ত্রী ... হরিসুন্দরী (ব্র্যাকী)  
পিয়ারী ঠান্দী ... আঙ্গুরবালা  
ঘমুনা ঠান্দী ... মনোরমা  
কামিনী ... লক্ষ্মী সোম  
হারানী (ঝি) ... পদ্মাবতী  
রমণের পিতা ... কার্তিক দে  
রমণের মাতা ... ইন্দুবালা  
বাম্নী ... কুসুমকুমারী  
ঝি ... প্রমীলাবালা  
থোকা ... বাসু

দেবদত্ত ফিল্ম স্টুডিওতে গৃহীত।

প্রাইমা ফিল্মসের তরফে হইতে শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাইমা ফিল্মস কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ও ১৯৩০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ১৮নং বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্তৃক মুদ্রিত। সেলিং এজেন্ট—বি, নান।





# ইন্দিরা

গল্পাংশ

মধুর মিলনের  
মুহূর্ত—সে কি ভোলা  
যায় ?

সত্যিই ত' 'শুভ-  
দৃষ্টি' হ'য়ে দাঁড়াল,  
উপেন—ইন্দিরার  
অন্তর্দৃষ্টির আকর্ষণ।  
তাই ধনী দরিদ্রের  
ব্যবধান, মহেশপুর—  
মনোহরপুরের দূরত্ব,—  
কিছুই তা'দের সুখ-  
স্বপনের পথে কোন-  
রকমেই অন্তরায় হ'য়ে  
দাঁড়াতে পারে নি।  
বরং সংসারের সব  
কাজ-কর্ম দূরে সরিয়ে,  
উপেনের একমাত্র চিন্তা  
হ'ল—'পূর্ণ-মিলন'—  
ইন্দিরাও সেই স্বপনে  
বিভোরা।

স্বপ্ন বুঝি সত্য  
হ'তে চ'লল। ইন্দি-





রাকে নিতে শশুরবাড়ী থেকে লোক এল। অলক্ষ্যে তার অন্তরে একটা পুলক-শিহরণ মেতে উঠল। কিন্তু,—কিন্তু—

“আগে জামাই টাৰ্কা উপায় ক’রতে শিখুক, তা’র পর বৌ নিয়ে যাবে—”

—একি বিষয়ী জমিদারের গৰ্ব্ব,—না তা’রই পিতার নিশ্চয় ভুল? সে যাই হ’ক,—সহ্য ক’রতে না পেরে স্বপণ-হারা সোনার-কমল শয্যাশায়ী হ’ল,—অভিমাণে উপেন গৃহত্যাগ ক’রল।

ছঃখে—অপমাণে উপেনের পিতা পরামর্শ ক’রতে উপস্থিত হ’লেন, কল্কাতায় তাঁর উকিল রমণবাবুর গৃহে। পরামর্শ চ’লল অনেক রাত পর্যন্ত। আনন্দময়ী স্ত্রী, সুভাষিনীর কক্ষে প্রবেশ ক’রতে রমণবাবুর হ’ল— ১৯ মিনিট-৪৯ সেকেণ্ড বিলম্ব। প্রেমের আইনে একি কম দোষ? ‘Homely-magistrate’ শ্রীমতী সুভাষিনীর বিচারে ভাগ্যবান রমণবাবু দোষী সাব্যস্ত হ’লেন,—আর তাঁ’র দণ্ড হ’ল—‘মিষ্টি-fine’।

\*\*\*

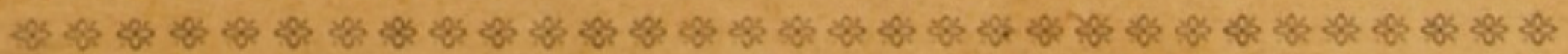


দিনের পর দিন কেটে গেল। সুদূর পাঞ্জাবে, উপেন একবৃদ্ধ কমিসরিয়েটের সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপায় ক'রল।—তবুও তা'র বিরহী মন বার-বার ব'লে উঠ'ল,—“টাকা সুখের নয়, বড়জোর সুখের সহায়ক”! সত্যিকারের ‘সুখের সন্ধানে’ সে আবার ফিরে এল দেশে,—ইন্দিরাকে আনতে সে পাকী পাঠাল।

এই মিলনের আশা-ই ত' বিরহিনী ইন্দিরাকে এতদিন সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিল। আনন্দে, আগ্রহে পাকীর পানে এগুতে গিয়ে, সে পেলো বাধা—! শুধু বাধা ত' নয়,—বুঝি বিধাতার অজ্ঞেয় সঙ্কেত! সঙ্কেত সত্যে পরিণত হ'ল কালাদিঘীর পাড়ে,—ডাকাতেরা চুরমার ক'রলে ইন্দিরার পাকী, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার সুখ।

উন্মাদ হ'য়ে উপেন ছুটল ইন্দিরার সন্ধানে।—উপেনের বন্ধু ছুটল উপেনকে বাঁচাতে।

মিলন-হারা মন চায় মৃত্যু! ইন্দিরা প্রার্থনা ক'রল মৃত্যু,—উপেন আলিঙ্গন:ক'রল মৃত্যু—।





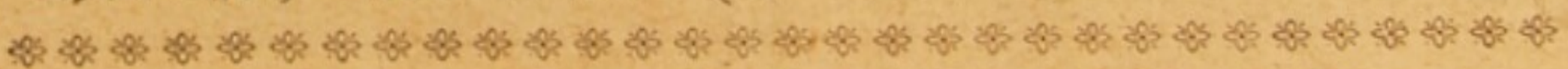




মৃত্যু কিন্তু হেসে সরে দাঁড়াল ! বন্ধুর বুদ্ধিতে উপেন বাধ্য হ'য়ে  
কল্কাতায় চ'লল ।

ইন্দিরার ভাগ্যে বুঝি আরও ছুর্ভাগ ;—এক ডাকাত চায়, তা'র  
রূপের ভোগ । এমনি ছুর্যোগের দিনে, সতীর মুখ চায় বুঝি 'শক্তি,'—  
সেই 'শক্তি'র প্রসাদে সে সতীত্ব বাঁচিয়ে, আশ্রয় নিলে এক ধার্মিক, বৃদ্ধ  
ব্রাহ্মণের পায় । ব্রাহ্মণের যজমান কৃষ্ণদাস সস্ত্রীক তীর্থযাত্রী ;—তা'দের  
সঙ্গে ইন্দিরা চ'লল কল্কাতায়,—সেখানে তা'র কাকাবাবু থাকেন ।

কল্কাতার পথে,—নৌকায় চলেছে ইন্দিরা,—ডাঙ্গায় চলেছে উপেন ।  
একের প্রাণে, অন্নের মিলনের মূর্ত্তি,—একের সামনে অন্নের আকাঙ্ক্ষিত







হন। তবু তাঁদের মিলন বাস্তবে পরিণত হ'ল না। এরা কি পাপ করেছে যেই এক শাস্তি—।

উন্দিরা এ'ল কলকাতায়, কিন্তু তাঁর কাকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শ্রুতবাং সে হ'য়ে দাঁড়াল কৃষ্ণদাসের গ্লীত পথের বোকা। তাঁকে ঘাড়ের নিয়ে ত' আর "বন্দ-পুণ্ড্রি বন্ধ করা যায় না"। তাই পরামর্শ এল "শ্রুবোর বাড়ী কি-বুজি কর"। 'শ্রুবো' শুনে উন্দিরার দারনা হ'ল, 'সাহেব-শ্রুবো' দরের একটা লোক; কিন্তু, তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, হাজুমদী শ্রুভামিনী। আপন-করা শ্রুবে ব'ললে সে,—“সাহেব-শ্রুবো ত' আমি নই,—আমি শুধু শ্রুবো”। আর চমক লাগাল তাঁর ছোট্ট খোকা,—

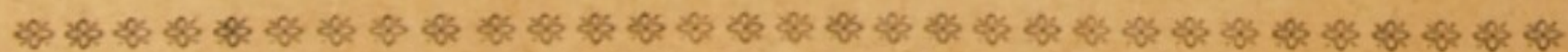




“আমি ছুছ ছায়েব” ! বড় ছুঃখেও ইন্দিরার মুখে দেখা দিল সুখের রেখা ।  
খোকার হাত ধরে ইন্দিরা চ’ল্ল সুভাষিনীর বাড়ীতে,—নামে রাঁধুনী, অন্তরে  
কিন্তু ‘সমবেদনার সই,’—‘বেয়ান’—।

উপেন এ’ল কল্কাতায় । তা’র পিতার পরামর্শে উকিল রমণবাবু  
চেপ্টা ক’রতে লাগলেন,—উপেন যা’তে আবার বিয়ে করে । কিন্তু উপেনের  
“প্রাণ চায় একমাত্র ইন্দিরা” ।

দিনের আলোয় ইন্দিরা সবার সামনে হাসে, কিন্তু রাতের আঁধারে  
সে নিভুতে কাঁদে । দরদী-সখি সুভাষিনী, তা’র বেদনার ভাগ নিতে চাইত ।



জমাট-বাঁধা ছুঁথের বোঝা হাক্কা ক'রে, একটু সান্ত্বনা পা'বার আশায়, একদিন ইন্দিরা তা'র 'সই'কে জানাল, তা'র সকল বেদনার কাহিনী। আপন-হারা হ'য়ে সুভাষিনী জা'ন্তে চাইল,—“তোমার স্বামী'র নাম কি ভাই?” ম্লান হেসে ইন্দিরা অভিযোগ ক'রলে—“যাঁকে পলকে পলকে ডাক্তে ইচ্ছে ক'রে, পোড়া দেশে তাঁরই নাম ধরতে বারণ ;—তাঁকে যে কি ব'লে ডাক্ব তা-ও পোড়া দেশের ভাষায় নেই।” তবু তা'র নিস্তার নেই,—বানান ক'রে তাকে ব'লতে হ'ল—“উ—পে—ন্দ্র”।

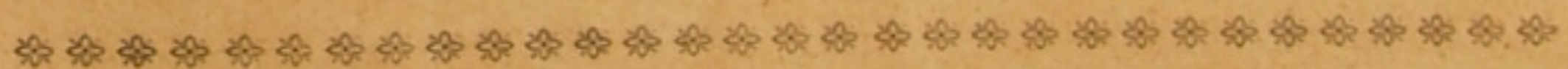
উপেন্দ্রের রক্ত মাংসের শরীর। কল্কাতার কামের আবহাওয়ার মধ্যে, তা'র শরীরটা হ'য়ে পড়ল, নিতান্তই দুর্বল। ইন্দিরার শুভ-সংবাদ দিতে রমণবাবু তা'র কাছে ছুটে এলেন। জর্জরিত উপেন আগেই ব'লে ব'সল,—“আমি আবার বিয়ে ক'রব রমণবাবু।” নীরবে রমণবাবু উপেনকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেলেন।

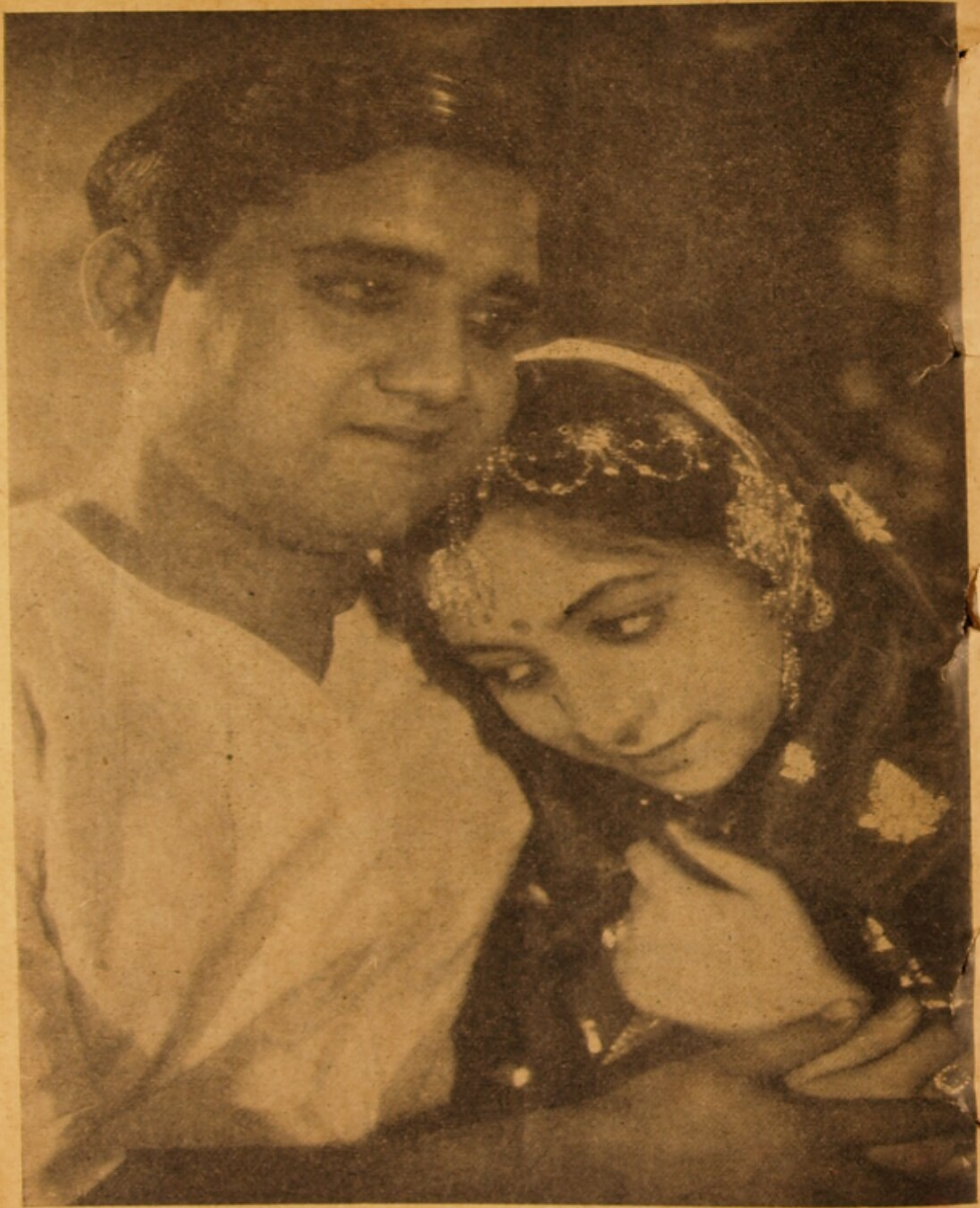
নিমন্ত্রণে বসেছে, তখনও কিন্তু উপেনের চোখ-জোড়া কামের নেশা। এমনি অবস্থায় চারি চক্ষের মিলন হ'ল। উপেন ইন্দিরাকে চিন্লে না,—ইন্দিরা বুঝি তা'কে চিন্লে। সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্রু জানাল,—“সধবা হ'য়েও আমি জন্ম-বিধবা, কেন?”

তা'রপর ?—তা'রপর, ঘটনা-স্রোতের মধ্যে দেখা দেবে ;—রমণের বুদ্ধি,—সুভাষিনী'র সোহাগ—উপেনের উন্মাদনা—ইন্দিরার আন্তরিকতা—।

এমনি ক'রে প্রেমিক-প্রেমিকা এগিয়ে চ'লবে তাদের মধুর-মিলনের পথে

শেষে হয়ত' সবাই স্বীকার ক'রবে,—“প্রেমের ঠাকুর, তুমি বিরহের সৃষ্টি কর, মিলন মধুরতর ক'রবার জন্ম”—।





## সঙ্ক্ষীভাংশ



ঠান্দীর গান—

— এক —

যতদূরে প্রিয়, যতদূরে যাও

হৃদয় রবে তব সাথে ।

তোমারি স্মৃতি বুকে তোমারি স্বপনে

জাগিব নীরব রাতে ॥

শূন্য-মন্দিরে রয়েছি একাকিনী

সুদূর পথপানে চাহি,

নয়নে ছল-ছল নামিল বাদল

হৃদয়-দেবতা নাহি ;

সকল কামনা মম, লুকাল প্রলয় মেঘে

আধার ঘনাল আঁখিপাতে ॥

—আত্মুরবালা

— ছই —

( রচয়িতা—চাঁদকাজী )

ঠান্দীর গান—

ওপার হ'তে বাজাও বাঁশী

এপার হ'তে শুনি ।

অভাগিনী নারী আমি

সাঁতার নাহি জানি ॥

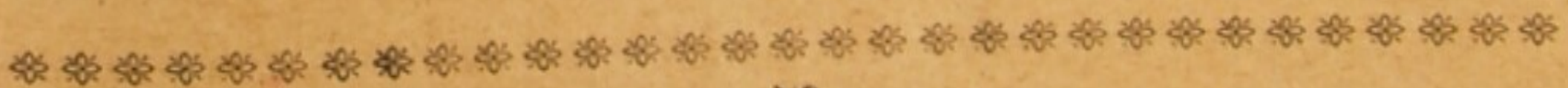
ওপারের ও বাঁশী শুনে

আমি কেঁদে মরি ।

বাঁচিনা বাঁচিনা সহ

না দেখিলে হরি ॥

—আত্মুরবালা



ফিরে এস, ফিরে এস, এস ফিরে ।

লহ বৃকে উন্মনা সখিটারে ॥

তুমি স্তূদূর পরপারে আছ দাঁড়ায়ে,

( মম ) জীবন নদী গেল পথ হারায়ে ;

( তার ) জাগে মরু-প্রান্তর তীরে তীরে,

তুমি এস ফিরে ॥

বসন্ত চলে যায় করুণ আঁধি,

( মোর ) হৃদয় মাঝে কাঁদে থাকি থাকি ;

ফেরে দখিনা পবন ঝরা কুসুম ঘিরে,

তুমি এস ফিরে ॥

—আব্দুরবালী

— চার —

উপেনের গান—

আজি উৎসব কাণ্ডনের বনে বনে ।

আজি উৎসব আমার বিরহী মনে ॥

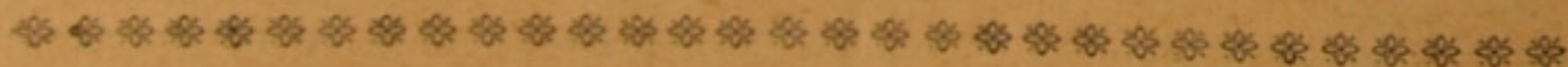
পুলক তন্দ্রা বিবশা যামিনী,

( আজি ) ফিরে আসে সে অভিমানিনী ;

হৃদয় ছদ্মারে বাজে রিদি-রিদি

পদধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে ॥

—বিনয় গোশ্বামী





— পাঁচ —

( রচয়িতা—বঙ্কিমচন্দ্র )

অমলা, নির্মলার গান—

ধানের ক্ষেতে চেউ উঠেছে

বাশতলাতে জল ।

আয় আয় সই জল আনিগে

জল আনিগে চল ॥

বিনোদ-বেশে মুচ্কি হেসে

তুলবো হাসির কল ।

কলসী ধরে গরব ক'রে

বাজিয়ে যাব মল ॥

গহনা গায়ে আলতা পায়ে

কল্কাদার আঁচল

টিমে চালে তালে তালে

বাজিয়ে যাব মল ॥

কত ছেলে খেলা ফেলে,

ফিরছে দলে দল ॥

কত বুড়ি জুজুবুড়ি

ধরবে কত ছল ॥

আমরা বাজিয়ে যাব মল ॥

—নদী—ভূঁদি

— ছয় —

উপেনের গান—

প্রিয়া আমার ভিন্দেশে যায় নদীর ওপারে ।

( মোর ) বৃকের তলে জমাট আঁধার কাঁদছে এপারে ॥

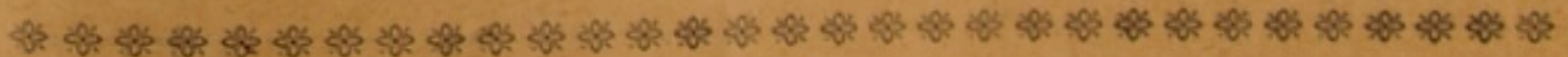
( ও ভাই কাঁদছে এপারে )

মোর ভাবনায় উদাসী মন,

সজল চোখে ঘনায় স্বপন ;

হারিয়ে গেল অন্তর ধন, আলোক আঁধারে ॥

—বিনয় গোস্বামী



— সাত —

( রচয়িতা—বিষ্ণুপতি )

সুভাষিনীর গান—

করবী ভয়ে, চামরী গিরি কন্দরে,  
মুখ ভরে চাঁদ আকাশে ।  
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,  
গতি ভয়ে গজ বনব

—শেফালিকা ( পুতুল )

— আট —

ঠান্দীর গান—

কোথা কুম্ভ কোথা রে,  
আমি বৎস-হারা গাভীর মত  
খুঁজি হেথা হোথা রে ।  
একবার হাঙ্গা-হাঙ্গা রবে, বাঁশী,  
গোয়ালেতে বাজাও আসি ;  
আসবে ছুটে মাসি-পিসি,  
দড়ি নিয়ে হেথা রে ॥

—আঙ্গুরবালা

— নয় —

উপেনের গান—

ওগো রাধে—

তোমার শ্রীঅঙ্কের পরশ লাগি'  
অঙ্গ আমার কাঁদে ।

আহা অঙ্গ ত' নয়,  
যেন গন্ধমাদন হ'ল সহসা উদয় ;  
একবার মুচুকে হাস—  
আড়-নয়নে আমার পানে

একবার ওগো মুচুকে হাস—  
ওগো রাধে ॥

—বিনয় গোস্বামী



Franklin D. Roosevelt

B-4-60

